বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পটি ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন, ইউএনডিপি এবং বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সহায়তায় ও ত্রিপক্ষীয় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ১,০৮০টি ইউনিয়নে গ্রাম আদালত কার্যকর করতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান করছে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি) এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনসাধারণ, বিশেষ করে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিরোধ নিষ্পত্তি সংশ্লিষ্ট সেবাসমূহে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করছে।

প্রকল্পটির পাইলট পর্যায়ের (২০০৯-২০১৫) সফল বাস্তবায়নের ভিত্তিতে বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায় দেশের ৮টি বিভাগের ২৭টি জেলায় সম্প্রসারিত হয়েছে।

প্রকল্পের সার্বিক উদ্দেশ্য

বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, 'বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিচার ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকার বৃদ্ধিতে অবদান রাখা।' এ প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে:

- স্থানীয় জনগণের বিচারিক চাহিদা অনুযায়ী যথাযথ আইনী সেবা প্রদানের লক্ষ্যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণে আরো সংবেদনশীল করা
- স্থানীয় জনগণ, বিশেষ করে নারী, দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন করা যাতে তারা তাদের প্রতি সংঘটিত অন্যায়সমূহের প্রতিকার চাইতে পারে এবং স্থানীয় পর্যায়ে অল্প সময়ে, স্বল্প খরচে ও স্বচ্ছতার সঙ্গে বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পারে।

এক নজরে প্রকল্প

প্রকল্পের সময়কাল : জানুয়ারি ২০১৬ - ডিসেম্বর ২০১৯
উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা : ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন, ইউএনডিপি এবং বাংলাদেশ সরকার
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
কর্মএলাকা : বিভাগ-৮, জেলা-২৭, উপজেলা-১২৮, ইউনিয়ন-১,০৮০

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম ও ফলাফলসমূহ

১। জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সক্ষমতা বৃদ্ধি

উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার (ডিডিএলজি) এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে স্থানীয় পর্যায়ে এ প্রকল্পটি ১২৮টি উপজেলার ১,০৮০টি ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য গ্রাম আদালতের প্রয়োজনীয় ফরম ও রেজিস্টার, আসবাবপত্র, এজলাস, গ্রাম আদালত সহকারীসহ অন্যান্য সহায়তা প্রদান করছে। প্রকল্পটির ২য় পর্যায়ের শুরু থেকেই সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত জেলা প্রশিক্ষণ দল (ডিস্ট্রিক্ট ট্রেইনিং পুল-ডিটিপি) গ্রাম আদালতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ, যেমন: ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, প্যানেল চেয়ারম্যান, সদস্য, সচিব, গ্রাম পুলিশ ও অন্যান্যদের "গ্রাম আদালত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল" এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। একইসঙ্গে, প্রকল্পটি জাতীয় পর্যায়ের কতিপয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমে গ্রাম আদালত বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিভিন্ন সহযোগিতা প্রদান করছে।

২। গ্রাম আদালত কার্যকর করতে আইনী সংশোধন

উচ্চ আদালতে মামলা যাচাই-বাছাই ও সংশ্লিষ্ট মামলা গ্রাম আদালতে প্রেরণের জন্য বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প বিচার বিভাগ ও পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে বিভিন্ন অ্যাডভোকেসি ও সংবেদনশীলতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ লক্ষ্যে প্রকল্পটি বিভিন্ন অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে, যেমন:

- একটি সুসংগঠিত পদ্ধতির মাধ্যমে মামলার আগাম যাচাই-বাছাই করে যথোপযুক্ত মামলা জেলা আদালত হতে গ্রাম আদালতে প্রেরণ করার জন্য সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক একটি প্র্যাকটিস নোট জারি করা
- স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে একটি নির্দেশনা প্রদান করা যাতে পুলিশ (থানা) থেকে সরাসরি গ্রাম আদালতে মামলা প্রেরণের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং কমিউনিটি পুলিশও এ ব্যাপারে উৎসাহিত হয়।

এছাড়াও প্রকল্পটি বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে গ্রাম আদালত আইনের সংশোধনীর একটি খসড়া তৈরি করবে এবং অন্যান্য বিচার সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে নীতিবিষয়ক সমন্বয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

৩। গ্রাম আদালত কার্যক্রমের প্রতি সরকারের পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা জোরদারকরণ

গ্রাম আদালতের পরিবীক্ষণ, প্রতিবেদন প্রস্তুত ও কার্যক্রমের গুণগত মান নিশ্চিতকরণের জন্য এ প্রকল্পটি স্থানীয় সরকার বিভাগের কর্মকর্তা, বিশেষতঃ পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন (মইই) শাখা এবং স্থানীয় প্রশাসনের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান করছে। এছাড়াও, প্রকল্পটি উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে গঠিত গ্রাম আদালত ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোকে (ভিসিএমসি) অধিক সক্রিয়করণে কাজ করছে। এর পাশাপাশি অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কমিটি যেমন; স্থানীয় আইন শৃঙ্খলা কমিটি, লিগ্যাল এইড কমিটি ইত্যাদি যাতে গ্রাম আদালতকে একটি স্থায়ী কর্মসূচি বা এজেন্ডা হিসেবে গ্রহণ করে সেজন্যও প্রকল্পটি বিভিন্নভাবে সহায়তা করছে। সুসংগঠিতভাবে গ্রাম আদালতের কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য এ প্রকল্প গ্রাম আদালত বিধিমালায় কার্যকর পরিবীক্ষণ পদ্ধতি অন্তর্ভুক্তির জন্য অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

৪। গ্রাম আদালতের সেবা গ্রহণে সুবিধাভোগীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি

গ্রামীণ জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তাদেরকে গ্রাম আদালতের সেবা গ্রহণে উৎসাহিত করতে এ প্রকল্পটি কমিউনিটি মবিলাইজেশনের জন্য বিভিন্ন কাজ করছে। এজন্য নানা ধরনের যোগাযোগ উপকরণ তৈরি ও বিতরণের পাশাপাশি প্রকল্পটি বিভিন্ন গণমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে আসছে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রকল্প ইতোমধ্যে নিম্নলিখিত কার্যক্রম শুরু করেছে:

- প্রকল্পের নিজস্ব কার্যক্রমের বাইরে সচেতনতামূলক কার্যক্রম ও সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে এটি সমমনা স্থানীয় বিভিন্ন সরকারি বিভাগ ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কৌশলগত আউটরিচ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর ফলশ্রুতিতে এসব প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নিজস্ব কার্যক্রম ও সুবিধাভোগীদের মধ্যে গ্রাম আদালত সম্পর্কে প্রচার ও তাদেরকে সেবা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করবে।
- গ্রামীণ নারীদের মধ্যে সেবা পৌঁছানোর পাশাপাশি গ্রাম আদালতে প্যানেল সদস্য হিসেবে তাদের প্রতিনিধিত্ব উৎসাহিত করার জন্য নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রকল্পটি নানা কৌশলগত কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

৫। প্রমাণভিত্তিক ও জ্ঞানগত ব্যবস্থাপনা

প্রকল্পটি নিজস্ব কর্মএলাকা ও এর বাইরে অর্জিত বিভিন্ন জ্ঞান বিনিময় প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে কাজ করবে। তাই সরকার ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের সঙ্গে অ্যাডভোকেসি করার জন্য প্রকল্পের বিভিন্ন আদর্শ চর্চা ও শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ নিয়মিত লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। এ কারণে প্রকল্পটি বিভিন্ন গবেষণা এবং জরিপও পরিচালনা করবে, যেমন: ইমপ্যাক্ট স্টাডিজ (বেসলাইন, মিডটার্ম এবং ফাইনাল), গ্রাম আদালত এবং নারীর ক্ষমতায়নের ওপর গবেষণা; প্রাতিষ্ঠানিক পরিবীক্ষণ পদ্ধতির ওপর গবেষণা, শিক্ষণীয় বিষয়ের ওপর গবেষণা ইত্যাদি। এছাড়াও প্রকল্পটি গ্রাম আদালত বিষয়ক জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করবে।

সর্বোপরি, গ্রাম আদালত সক্রিয়করণের মাধ্যমে এ প্রকল্প এর কর্মএলাকার দুই কোটিরও বেশি নারী ও পুরুষের নিকট স্থানীয়ভাবে ন্যায়বিচার প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করতে সহায়তা করবে।

মূল অর্জনসমূহ

- ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে গ্রাম আদালত বিধিমালা, ২০১৬ প্রণয়ন
- ১,০৮০ ইউনিয়ন পরিষদ গ্রাম আদালতে বিরোধ নিষ্পত্তি সেবা প্রদান শুরু করেছে। ২০১৭ সালের জুলাই হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত মোট ১৩,১০০ মামলা (নারীদের দ্বারা ২৫%) গ্রহণ করা হয়েছে, ৮,৩০০ মামলার নিষ্পত্তি এবং ৬,৮০০ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়েছে
- জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) প্রকল্পের সংশোধিত গ্রাম আদালত প্রশিক্ষণ সহায়িকা এবং ফ্লিপচার্ট অনুমোদন করেছে
- ২৭টি জেলা প্রশিক্ষণ দল ৯,১৭৬ জন সেবা প্রদানকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে
- জেলার বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ গ্রাম আদালত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন পেয়েছেন এবং জেলা প্রশিক্ষণ দলে যোগদান করছেন
- ২৭ জেলায় ও ১২৮ উপজেলায় ভিসিএমসি গঠন এবং কার্যকর করা হয়েছে।

বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পের কর্মএলাকা

বিভাগ	জেলা ও উপজেলার সংখ্যা	ইউনিয়নের সংখ্যা
বরিশাল	ভোলা-৫, বরগুনা-৪, পটুয়াখালী-৪	১১৮
চট্টগ্রাম	চাঁদপুর-৫, চট্টগ্রাম-৫, কক্সবাজার-৬, নোয়াখালী-৬	১৭২
ঢাকা	ফরিদপুর-৬, গাজীপুর-৫, গোপালগঞ্জ-৩, মাদারীপুর-৪	১৩৬
খুলনা	বাগেরহাট-৬, খুলনা-৬, সাতক্ষীরা-৪	১৩০
ময়মনসিংহ	জামালপুর-৪, ময়মনসিংহ-৩, নেত্রকোনা-৩	৯৯
রাজশাহী	নওগাঁ-৬, পাবনা-৫, সিরাজগঞ্জ-৫	১৩১
রংপুর	গাইবান্ধা-৪, কুড়িগ্রাম-৬, পঞ্চগড়-৫, রংপুর-৫	১৮৩
সিলেট	মৌলভীবাজার-৪, সুনামগঞ্জ-৩, সিলেট-৬	১১১
বিভাগ-৮	জেলা-২৭ এবং উপজেলা-১২৮	ইউনিয়ন-১,০৮০

প্রকাশ কাল: নভেম্বর ২০১৭

বিস্তারিত তথ্য পেতে যোগাযোগ করুন:

বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প
স্থানীয় সরকার বিভাগ
আইডিবি ভবন (১২ তলা), শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও
ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন: +৮৮ (০২) ৯১৮৩৪৬৬-৮
ইমেইল: info.avcb@undp.org

বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প

European Union

UNDP
Empowered lives. Resilient nations.

বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প
স্থানীয় সরকার বিভাগ